কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

সম্ভাব্য আকস্মিক বন্যার কারণে সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ (হালনাগাদ)।

আপডেটের তারিখ: ২০ এপ্রিল, ২০২২ (ইস্যু করার তারিখ: ১১ এপ্রিল, ২০২২)

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং **অন্যান্য বৈশ্বিক আবহাওয়া** সংস্থাসমূহ থেকে প্রাপ্ত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং তৎসংলগ্ন ভারতের আসাম (বরাক অববাহিকা) **এবং মেঘালয় প্রদেশের স্থানসমূহে** চলতি সপ্তাহে (১৯ থেকে ২৫ এপ্রিল) সামগ্রিক ভাবে মাজারী বৃষ্টিপাত **সংঘটিত হতে পারে**, তবে ২০-২১ এপ্রিল দেশের অভ্যন্তরে এবং **উজানের কতিপয় স্থানে** মাজারী থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯ **থেকে** ২৫ এপ্রিল কালীন সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট জেলার **সুরমা**, কুশিয়ারা, সারিগোয়াইন, ধলাগাং, পিয়াইন, লুভাছড়া, নদীসমূহের **পানি সমতল সামগ্রিকভাবে** হ্রাস পেতে পারে এবং সুনামগঞ্জ **জেলার** সুরমা, যদুকাটা, ঝালুখালি নদীসমূহের পানি সমতল সামগ্রিকভাবে **কিছুটা ধীর গতিতে** হ্রাস পেতে পারে। অপরদিকে, নেত্রকোনা জেলার সোমেশ্বরী,ভুগাই-কংস, ধনু-বাউলাই নদীসমূহের পানি সমতল **সপ্তাহের প্রথমার্ধে** স্থিতিশীল থেকে দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সামগ্রিকভাবে হ্রাস **পেতে পারে** । তবে, ২০-২১ এপ্রিল মাজারী থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের প্রেক্ষিতে **নদীসমূহের** পানি সমতল কতিপয় স্থানে সময় বিশেষে বৃদ্ধি **পেতে পারে** এবং সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার কতিপয় স্থানে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য **আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির** সৃষ্টি /অবনতি হতে পারে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ত **তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা** জেলায় **আকস্মিক বন্যার** ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দন্ডায়মান ফসল **রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত জরুরি পরামর্শসমূহ প্রদান** করা হলো:

১। বোরো ধান ৮০% **পরিপক্ক হয়ে গেলে দ্রুত** সংগ্রহ করে নিরাপদ ও শুকনো জায়গায় রাখুন।
২। দ্রুত পরিপক্ক সবজি ও অন্যান্য ফসল **সংগ্রহ** করে ফেলুন।
৩। নিষ্কাশন **নালা পরিষ্কার রাখুন যেন ধানের** জমিতে পানি জমে না থাকতে পারে।
৪। জমির আইল উঁচু করে দিন।
৫। **ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি সরিয়ে** ফেলার ব্যবস্থা রাখুন।
৬। সেচ, **সার ও বালাইনাশক প্রদান থেকে বিরত** থাকুন।
৭। বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
৮। কলা ও অন্যান্য **উদ্যানতাত্বিক ফসল এবং** সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
৯। **জরুরি খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নীচু এলাকা** থেকে উঁচু এলাকায় স্থানান্তরের জন্য নৌকার ব্যবস্থা রাখুন।
১০। গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী উঁচু জায়গায় রাখুন।
১১। **পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন বন্যার পানিতে** মাছ ভেসে না যায়।

ড. মোঃ শাহ কামাল খান
প্রকল্প পরিচালক
মোবাইল ফোন নং +৮৮০১৭১২ ১৮৪২৭৪